কালের কণ্ঠ

তারিখ ...06. SEP. 2015...
পৃষ্ঠা ...১৬ কলাম ...৬...

রাজশাহীর সার্ভে ইনস্টিটিউট

২৬ বছর ধরে বন্ধ শিক্ষক নিয়োগ প্রায় অচল শিক্ষাব্যবস্থা

রফিকুল ইসলাম, রাজশাহী ▷

রাজশাহীতে একসময় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি ছিল দুর্বল। ফলে ১৮৯৭ সালে গড়ে ওঠে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'হার্ভে ইনস্টিটিউট'। পরে কয়েক দফা নাম পরিবর্তন শেষে প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট। তবে এখানে দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ল্যাবে নেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। শিক্ষক সংকটে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। পদোন্নতি না পাওয়ায় কর্মরত শিক্ষকরা হতাশায় ভুগছেন। এ ছাড়া সংস্কারের অভাবে পড়ে রয়েছে একটি জরাজীর্ণ ছাত্রাবাস। সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা পড়েছে হুমকির মুখে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, শিক্ষার চাহিদা মেটাতে রাজশাহীতে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাব্যবস্থার বারবার রদবদল করা হয়। বর্তমানে সার্ভে ইন (আমিনশিপ) কোর্সে প্রায় ৩৫০ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। চার বছর মেয়াদি কোর্স শেষ করে এখানকার শিক্ষার্থীরা চাকরি পান সরকারি ভূমি অফিসের কানুনগো, সার্ভেয়ার, উপসহকারী প্রকৌশলী পদে। এ ছাড়া রয়েছে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক কলেজে শিক্ষকতার সুযোগ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরো জানা যায়, ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি 'ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে স্কুল' নামে পরিচালিত হয়ে আসছিল। এরপর ১৯৬০ সালে আবার এর নাম পরিবর্তন করে 'রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট' করা হয়। কিন্তু ১২৬ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠানটিতে ২৬ বছর ধরে নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। এমনকি শিক্ষকদের পদোন্নতিও হয়নি। ১৭টি পদের বিপরীতে এখানে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র আটজন। এর মধ্যে দুজন রয়েছেন অস্থায়ী ভিত্তিতে। আর কর্মচারী আছেন ২৪ জন। সেখানেও চাহিদার তুলনায় প্রায় অর্ধেক।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা জানান, শিক্ষক সংকটের কারণে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাঁদের। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় একজন শিক্ষককে দ্বিগুণ ক্লাস নিতে হয়। আবার কখনো কখনো ঠিকমতো ক্লাস হয় না।

রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউটের পঞ্চম পর্বের শিক্ষার্থী আহসান হাবীব বলেন, 'এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান সমস্যা শিক্ষক সংকট। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস হয় না। ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে।'

শাকিল আহমেদ নামের এক শিক্ষার্থী জানান, শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে চাইলেও অধিকাংশ দিনই শিক্ষক সংকটে তা হয় না। ফলে অর্ধেক ক্লাস হয় বলা যায় এখানে।

আরেক শিক্ষার্থী মুনিরুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রাজশাহীতে একমাত্র সার্ভে ইনস্টিটিউট হওয়া সত্ত্বেও এখানকার অবকাঠামো ঠিক নেই। এখানে নানা সমস্যার মধ্যে জর্জরিত আমরা। এভাবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।'

প্রতিষ্ঠানটিতে ছেলেদের জন্য যে হোস্টেলটি রয়েছে, সেটিও সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। আর মেয়েদের কোনো হোস্টেলই এখনো নির্মাণ করা হয়নি।

এদিকে ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউটের স্থান পরিবর্তন নিয়েও এখানকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখা দিয়েছে চরম ক্ষোভ। প্রতিষ্ঠানটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নগরীর নওদাপাড়া বাস টার্মিনালের পাশে। অথচ ওই এলাকায় তেমন কোনো ছাত্রাবাস নেই।

প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম পর্বের শিক্ষার্থী মিনহাজুল ইসলাম বলেন, 'আমরা অনেকেই ছাত্রাবাসে থাকি। আর নতুন যে ক্যাম্পাস করা হচ্ছে তার আশপাশে তেমন কোনো ছাত্রাবাস নেই। তাতে আমাদের থাকার সমস্যা হতে পারে।'

আরেক শিক্ষার্থী কানিজ ফাতেমা বলেন, 'নগরীর প্রাণকেন্দ্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি হওয়ায় নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা ছিল। কিন্তু এখন সেসব সুবিধাও হারাতে হবে। পাশাপাশি দেখা দেবে আমাদের নিরাপত্তাহীনতা।'

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ার জাহিদ বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি জেলা পরিষদের আওতাধীন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে ১৯৮৯ সাল থেকে কোনো নিয়োগ হয়নি। নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ এবং পদোন্নতির জন্য জেলা পরিষদে আবেদন করা হয়েছে। তবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এ নিয়ে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় নিয়োগ কার্যক্রম বিষয়ে এগোতে পারছে না জেলা পরিষদ।

অধ্যক্ষ আরো বলেন, প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারি করার জন্য মন্ত্রণালয়ে বারবার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সরকারের সেই পদক্ষেপও থেমে আছে।

আরেক প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ আনোয়ার জাহিদ বলেন, 'প্রতিষ্ঠানটি রাজশাহী সিটি করপোরেশনের কারণেই সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এতে সাময়িক সমস্যা হবে। তবে নতুন ভবনের কারণে কিছুটা সংকটও দূর হবে।'